৮৭

ভোরের কাগজ

তারিখ 18 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সাক্ষরতা বাড়াতে প্রকাশকদের উদ্যোগ প্রয়োজন : হাবিবুর রহমান

চতুর্থ ঢাকা বইমেলা শুরু হলো চন্দ্রিমা সংলগ্ন সবুজ চত্বরে

কাগজ প্রতিবেদক : চতুর্থ ঢাকা বইমেলা গতকাল বুধবার শুরু হয়েছে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মেলা উদ্বোধনকালে বলেছেন, দেশে সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য প্রকাশকদের উদ্যোগ প্রয়োজন।

শেরে বাংলা নগরের চন্দ্রিমা উদ্যান সংলগ্ন সবুজ চত্বরে আয়োজিত এবারের বইমেলার বিষয়বস্তু- 'শিশু-কিশোরদের জন্য বই'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, জীবন ও জীবিকার অত্যন্ত সঙ্গত প্রয়োজনেই প্রকাশক, লেখক উভয়কেই বইয়ের বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তিনি

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান গতকাল ৪র্থ ঢাকা বইমেলার উদ্বোধন করেন — ভোরের কাগজ

বলেন, আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা কম, বই পড়ুয়ার সংখ্যা আরো কম। তাই প্রকাশকরা অনেক সময় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব দেখান। সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের অর্ধেক লোকও যদি বই পড়তে পারতো তাহলেও প্রকাশনা ক্ষেত্রে এই দৈন্য দশা থাকতো না। এ অবস্থায় তিনি সাক্ষরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রকাশকদের উদ্যোগ আহ্বান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা প্রচুর ভালো ভালো কথা বলে ফুরিয়ে ফেলেছি, আসুন এখন ভালো ভালো কাজ করা শুরু করি। তিনি শিশুদের হাতে ভালো বই তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। সংস্কৃতি সচিব শামসুজ্জামান মজুমদার আশা প্রকাশ করেন, প্রকাশনা জগতে বিরাজমান মন্দাভাব এই বইমেলার মাধ্যমে কিছুটা লাঘব হবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক রশীদ হায়দার স্বাগত ভাষণে বলেন, গ্রন্থকেন্দ্রের বইমেলাগুলো নীরব বিপ্লব করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি কথা সাহিত্যিক আবু রুশদ বলেন, প্রকাশক, লেখক, পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনই বইমেলার উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় রংবেরঙের বেলুন। অনুষ্ঠানের শুরুতে গান গেয়ে শোনান লিলি ইসলাম, শাহীন সামাদ ও কিরণচন্দ্র রায়।

একাধিকবার তারিখ পিছিয়ে বিজয় সরণির মাঠের বদলে এবার বইমেলা আয়োজিত হয়েছে চন্দ্রিমা উদ্যানের পাশে। মেলার তারিখ নিয়ে কিছুটা জটিলতা থাকায় আগের তিনবারের মতো এবার প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে মেলা উদ্বোধন করানো সম্ভব হয়নি।

মেলায় মোট ১১১টি স্টল বা প্যাভিলিয়ন রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি ৯৮, সরকারি ১০ ও বিদেশী তিনটি। মেলা চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। খোলা থাকবে বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা। ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা।